(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ ফেব্রুয়ারী ২০২২

পরিবেশকর্মীদের ফাঁদে বিক্রেতা
২টি বানর ছানা ও ৪টি বাঁলিহাঁস উদ্ধার

পরিবেশ কর্মীদের কাছে দুটি বানর ছানা ও ৪টি বালি হাঁস বিক্রির জন্য নগরীর শাহী ঈদ্গাহ এলাকায় এসেছিলেন রাসেল সিকদার (৩৭)। কিন্তু বিক্রি হওয়া ত দূরে থাক , তাকে যেতে হয়েছে জেল-হাজতে। ২০২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখার সাধারন সম্পাদক আব্দুল করিম কিম ও পরিবেশকর্মী এ্যাডভোকেট অরুপ শ্যাম বাপ্পী ক্রেতা সেজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম- ফেইসবুকে রাসেল সিকদারের সাথে যোগাযোগ করেন। দুই বানর ছানার মূল্য নির্ধারন করা হয় আট হাজার টাকা ও চার বাঁলি হাঁসের মুল্য দুই হাজার। তিন বার স্থান পরিবর্তন করে বিক্রেতা শাহী ঈদ্গা এলাকায় পরিবেশ কর্মীদের সাথে দেখা করে। বানর ছানা ও হাঁস 'ফ্রেশ আপেল' লেখা দুটি বাক্স থেকে বের করে প্রদর্শনকালেই বন বিভাগ ও র‍্যাব-৯ এর যৌথ দল এসে উপস্থিত হয়। আটক করা হয় বিক্রেতা রাসেল সিকাদারকে।

অরুপ শ্যাম বাপ্পি ও আব্দুল করিম কিম জানান, 'বালিহাঁস ও কালিম পাখি প্রেমিদের আড্ডা' নামেরর একটি ফেসবুক গ্রুপে শিকদার এমডি রাসেল নামের ফেসবুক আইডি থেকে বানর বিক্রির জন্য প্রচারনা চালনা হয়। এতে কৌশল অবলম্বন করেন দুই পরিবেশ কর্মী। বন বিভাগ সিলেটের টাউন রেঞ্জ কর্মকর্তা (ওয়াইল্ডলাইফ) শহীদ উল্লাহ জানান, পরিবেশ কর্মীদের দেওয়া তথ্যে র‍্যাব এবং বন বিভাগের যৌথ সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা দেওয়া হবে। তার কাছ থেকে আনুমানিক তিন মাস বয়সের দুটি বানর ছানা ও ৪টি বালি হাঁস উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো অবমুক্ত করা হবে।

আব্দুল করিম কিম জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাধিক চক্র বন্যপ্রাণী ও পরিযায়ী পাখি বিক্রি করছে। দেশের আইনে এমন কাজ অপরাধ হওয়া সত্বেও এদের দমনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তেমন কোন আগ্রহ নেই। পরিবেশ কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সিলেট থেকে দেশীয় ও পরিযায়ী পাখি শিকার ও বিক্রি বন্ধে কাজ করছেন। বন বিভাগের হাতে গোণা কিছু কর্মকর্তা এই অপরাধ দমনে আন্তরিক হলেও অধিকাংশের কোন আগ্রহ নেই।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ ফেব্রুয়ারী ২০২২

বাপা-বেন বার্ষিক সম্মেলন ২০২২ এর উদ্বোধনী অধিবেশন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) এর যৌথ উদ্যোগে ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, শুক্রবার ঢাকায় অবস্থিত স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে "জ্বালানী, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক দুই দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন। অনুষ্ঠানটি সরাসরি এবং অন্তর্জাল উভয় পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনের সহ-আয়োজক এবং সহযোগী আয়োজক হিসেবে দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ প্রায় ৪০টি সংগঠন যুক্ত হয়েছে। সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকবৃন্দ দেশের প্রান্তীক পর্যায়ের প্রবন্ধকারগণ তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

শুক্রবার সকাল ১০:০০ টায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র সভাপতি সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিলের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এম এ মান্নান, বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাপা। সম্মেলনের মূল প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন ড. নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি, বাপা ও প্রতিষ্ঠাতা, বেন। এছাড়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য মো: ইউনুস মিঞা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, সমালোচনাকে আমি স্বাগত জানাই। পরিবেশ বিরোধী সকল দখলদারদের উচ্ছেদ করাটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের একত্রে কাজ করতে হবে বলে তিনি সবার প্রতি আহবান জানান। সভাপতির বক্তব্যে সুলতানা কামাল বলেন, প্রকৃতিকে আমরা যদি তাদের মতো থাকতে না দিই, প্রকৃতিও আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দেবে না। করোনাকা-লীন পরিস্থিতি এর প্রকৃত উদাহরণ। তিনি বলেন, উন্নয়নের দরকার আছে, উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের দরকার আছে। তবে সেই বিদ্যুৎ আমরা কিসের বিনিময়ে নিচ্ছি তা নিয়ে অবশ্যই আমাদের চিন্তা করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, এই সম্মেলনের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন-নের জন্য অত্যন্ত জরুরী এবং যুগোপযোগী। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার আহবান জানান।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ ফেব্রুয়ারী ২০২২

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সকাল ১০:৩০টায় সম্মেলনের প্রথম সম্মিলিত সাধারণ অধিবেশন এর প্রতিপাদ্য ছিল অধিবেশন জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। অধিবেশনে সহযোগী সভাপতি হিসাবে ভার্চুয়া-লী যুক্ত ছিলেন বেন এর অন্যতম সদস্য ড. খালেকুজ্জামান। অধিবেশন সংগঠক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার। এই অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী। অধিবেশনে মূল বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন) এর প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, দেশের জন্য যেটা ভালো আমরা সেটাই করবো। আমাদের দেশের পরিকল্পনায় এক ধরনের শূণ্যতা বিরাজ করে। ফলে আমরা উন্নয়ন সহযোগীদের সকল প্রস্তাবনাই আমারা গ্রহণ করে নিই। আমরা যদি এই শূণ্যতা থেকে বের হয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সম্মিলিত সাধারণ অধিবেশন শেষে চারটি বিশেষজ্ঞ অধিবেশন এবং পাঁচটি সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সমন্বিত জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা, ন্যায্য রূপান্তরের জন্য বিবেচনাযোগ্য বিষয়সমূহ, "জীবাশ্ম জ্বালানি সুন্দরবনসহ অন্যান্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল", "জীবাশ্ম জ্বালানি- কৃষি ও মৎস সম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাব", "জীবাশ্ম জ্বালানি- পর্যটন ও লবণ শিল্পের উপর অভিঘাত", "জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন- স্থানীয় অভিজ্ঞতা, "জ্বালানী, জলবায়ু ও উন্নয়ন-বিশ্ব প্রেক্ষাপট", "নবায়নযোগ্য জ্বালানী " প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ এবং আলোচনা উত্থাপন করা হয়। এসময় ব্যক্তব্য রাখেন, মো: ইউনুস মিঞা, উপ-উপাচার্য, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ; অধ্যাপক ফিরোজ আহমেদ, সহ-সভাপতি, বাপা; বিজ্ঞানী দীপেন ভট্টাচার্য; মোঃ আলাউদ্দিন, চেয়ারম্যান, স্রেডা; আহমেদ বদরুজ্জামান, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ; বদরুল ইমাম, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ; সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, নির্বাহী প্রধান, বেলা; শামসুল হুদা, প্রধান নির্বাহী, এএলআরডি; ইফতেখারুজ্জান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি); ড. আতিউর রহমান, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রমূখ। এ সময় বক্তাগণ বলেন, জ্বালানি নীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। তা না হলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বক্তাগণ আরো বলেন, দেশের গ্যাস সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় বক্তাগণ দ্রুত নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য একটি তহবিল গঠনের আহ্বান জানান বক্তাগণ।

সমান্তরাল অধিবেশন শেষে পরিকল্পনা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকার ভূক্তভোগী মানুষের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

সব শেষে জ্বালানি নীতি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের অভিমত বিষয়ক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন, বিএনপি নেতা সাখাওয়াত হাসান জীবন, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স এবং গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি প্রমূখ।

বাপা-বেন বার্ষিক সম্মেলন ২০২২
এর সমাপনি অধিবেশন

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২, শনিবার বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন) সহ ৪০টি পরিবেশবাদী সংগঠনের আয়োজনে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে "**জ্বালানী, জলবায়ু পরিবর্তন,** এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন" বিষয়ক আয়োজিত দুই দিনব্যাপী সম্মেলন শেষ হয়।

শনিবার সম্মেলনের দ্বিতীয় এবং শেষ দিনে দিনব্যাপী সমান্তরাল বিশেষজ্ঞ অধিবেশন, সম্মিলিত বিশেষজ্ঞ অধিবেশন এবং সম্মিলিত সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষজ্ঞ অধিবেশনসমূহে "জ্বালানী চাহিদা, সরবরাহ বিতরণ", "জ্বালানী মিশ্রণ", "জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিরোধ", "টেকসই বিষয় ", "দূষণ ও মানবস্বাস্থ্য", "জ্বালানি চাহিদা, যোগান ও নবায়নযোগ্য শক্তি" প্রভীতি । এছাড়াও পরিকল্পনা অধিবেশন এবং প্রস্তাব গ্রহণ অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়।

দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে মোট ৬০ টি গবেষণা পত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

বাপা'র সহ-সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক এর সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান, বাপা'র সহ-সভাপতি রাশেদা কে চৌধুরী, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক বেন এর প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলাম, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ম. তামিম, আইইইএফ এর এনার্জি ফাইনান্স অ্যানালিস্ট সাইমন নিকলাস, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, বাপা'র সহ-সভাপতি অধ্যাপক এম ফিরোজ আহমেদ, বেনের অন্যতম সদস্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আহমেদ বদরুজ্জামান, বেন অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ক কামরুল আহসান খান, বেনের নেতা ড. মো. খালেকুজ্জামান, বাপা'র নির্বাহী সদস্য এম এস সিদ্দিকী, ঢাকা ওয়াসার এমডি তাকসিম এ. খান, সিইউএস এর সাধারণ সম্পাদক সালমা শফি, অর্থনীতিবিদ বিনায়ক সেন, বেন এর প্রতিনিধি নিলুফার জাহান, গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার মোস্তফা প্রমূখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যকে প্রাধান্য দেওয়ার সাথে সাথে এনার্জি সেক্টরেও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন করা দরকার। বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চাহিদার বিষয়কে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে যাতে তা যথাযথভাবে গ্রহীতার নিকট পৌঁছায়। আমাদের দেশ প্রাকৃতির গ্যাসের উপর ভাসছে। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জ্বালানির ক্ষেত্রে আমাদের আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে মাথায় রেখে এগুতে হবে।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, উন্নয়নের আগে বিবেচনা করতে হবে পরিবেশকে, যাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। তিনি টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করার দাবী জানান। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো তৈরি হচ্ছে কর্পোরেট স্বার্থকে সামনে রেখে যার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষ এবং পরিবেশের উপরে।
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার মোস্তফা বলেন, ১৪৮টি বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা বসিয়ে রেখেছি আমাদের ভুল নীতি ও দুর্নীতির কারণে। এই সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সক্ষমতা চার্জ হিসেবে খরচ হয় ২০-২৫ হাজার কোটি টাকা।
এছাড়াও সম্মেলনে দুই দিনের বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ অধিবেশনের সুপারিশমালা তুলে ধরেন বেনের প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলাম এবং বাপা'র এম এস সিদ্দিকী। এ সময় সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন বাপা'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল।

সম্মেলনের শেষ দিনের সমাপনী অধিবেশনে সম্মেলনকে ঘিরে আয়োজতি আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার পুষ্কার বিতরণ করা হয়। পুরষ্কার বিতরণ শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ ফেব্রুয়ারী ২০২২

"সুন্দরবন দিবসে সুন্দরবনের গল্প" শীর্ষক ওয়েবিনার

সুন্দরবন দিবস ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি'র যৌথ উদ্যোগে ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ বিকেল ৫.০০ টায় "সুন্দরবন দিবসে সুন্দরবনের গল্প" শীর্ষক এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা ও সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি'র সভাপতি সুলতানা কামাল এর সভাপতিত্বে এবং বাপা'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল এর সঞ্চালনায় এতে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাপা নির্বাহী সহ-সভাপতি ও সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব ডা. মো. আব্দুল মতিন, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ হারুন চৌধুরী, যমুনা টেলিভিশন এর সিনিয়র সাংবাদিক, মোহসীন-উল হাকিম, বাপা মোংলা শাখার আহবায়ক, নূর আলম শেখ, শরণখোলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইসমাইল হোসেন লিটন প্রমূখ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সংহতি প্রকাশ করেন বাপা নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. মাহবুব হোসেন, জিয়াউর রহমান, বাপা জাতীয় কমিটির সদস্য ড. হালিম দাদ খান, ড. জহুরুল হক শাকিল, বেনের সদস্য হোসাইন আজম, মহেশখালী শাখার সাধারণ সম্পদক, আবু বক্কর সিদ্দিক, কক্সবাজার শাখার সাধারণ সম্পাদক, কলিম উল্লাহ প্রমূখ।

সুলতানা কামাল বলেন, সুন্দরবন দক্ষিণ এশিয়ার ফুসফুস। সুন্দরবনকে বাঁচাতে না পারলে বঙ্গবন্ধুর সেই বাণীকে অবমাননা করা হবে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এ বনের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি দেশ ও সেখানকার স্থানীয় মানুষের মধ্যে সুন্দরবন বিষয়ে ব্যপক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। সুন্দরবন ধ্বংস হলে দেশের মানুষের অপুরনীয় ক্ষতি হবে। তিনি সুন্দরবন ধ্বংসের সকল কর্মকান্ড অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, সুন্দরবন আমাদের ভালোবাসার গল্প। কিন্তু আজকে সেই গল্প শোকের গল্পে পরিণত হচ্ছে। সুন্দরবনকে দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় খুন করা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সুন্দরবনকে ঘিরে মানুষের আনন্দ আজ বিষাদে পরিণত হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। সরকারে উচিত হচ্ছে দেশের মানুষ এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে লবিং করা। কিন্তু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে আমরা তার উল্টো চিত্র লক্ষ্য করছি। সরকার সুন্দরবনের ভেতরে রামপাল বিদুৎকেন্দ্র নির্মানের জন্য ইউনেস্কোর সাথে লবিং করছে।

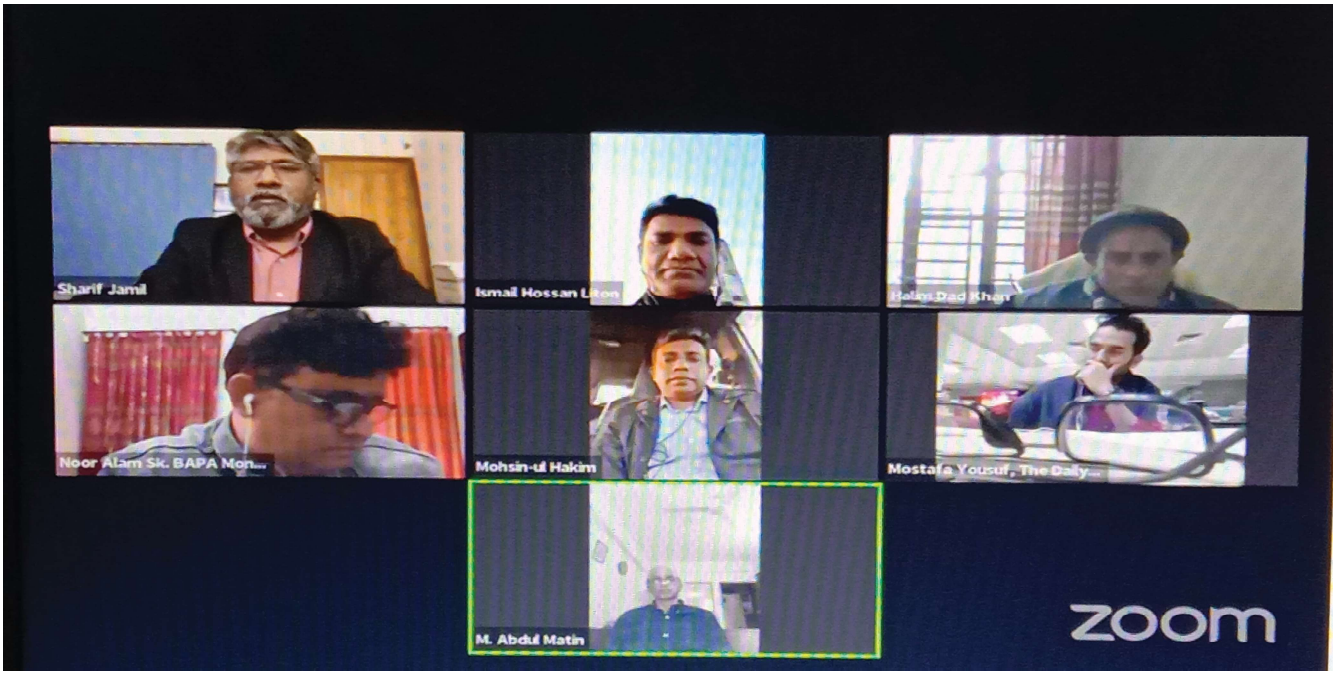

শরীফ জামিল জাতিসংঘের আহ্বানে সরকারের করা দক্ষিণ পশ্চিম বাংলাদেশের কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা সুন্দরবন রক্ষার রক্ষার জন্য তৈরি করার কথা থাকলেও কার্যত তা বনের মধ্যে ও তার চারপাশে চলমান ধ্বংসাত্মক সকল কর্মকান্ডকে বৈধতা দেবার জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে খসড়া পর্যালোচনা করে দেখা যায়। তিনি এই সমীক্ষা সমন্বিত, স্বচ্ছ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও অংশমূলকভাবে প্রস্তুত করার দাবী জানান।

অধ্যাপক আব্দুল্লাহ হারুন চৌধুরী বলেন, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র আজ ধংসপ্রায়। শিল্পবর্জ্য নদীতে এবং বনের মধ্যে মিশে যাওয়ার ফলে নদীতে মাছ কমেছে এবং বনের গাছ কমেছে, বনের মধ্যে চারা অঙ্কুরোদগম ঠিক মত হচ্ছে না। বনের পানি ও গাছের সঙ্গে সম্পৃক্ত যত প্রাণী আছে তাদের জীবন চক্রের পরিবর্তন হচ্ছে।

মোহসীন-উল হাকিম বলেন, সুন্দরবনের বাঘ, মাছ, গাছ সবকিছুই পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। তাই তিনি এই হত্যা বন্ধে সরকারকে জেলেসহ মৌয়ালদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবী জানান।

নূর আলম শেখ বলেন, সুন্দরবনে আগুন দিয়ে বন পুড়িয়ে ফেলা বন্ধ করতে হবে। আগুন লাগানোর সাথে জড়িত চোরাকারবারী, দখলদার এবং তাদের সহযোগী বন ও পরিবেশ কর্তৃপক্ষের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের অপকর্ম কঠোরভাবে দমন করতে হবে।
সভায় সুন্দরবন রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

"সুন্দরবন দিবসে সুন্দরবনের গল্প" শীর্ষক ওয়েবিনার

সুন্দরবন দিবসে ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জ শাখা বন-বিনাশী সকল কর্মকান্ড বন্ধের দাবি জানিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার বিকালে হবিগঞ্জ আরডি হল প্রাঙ্গণে নাগরিক বন্ধন ও পথ সভার আয়োজন করে। 'সেভ সুন্দরবন' লিখা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল সুন্দরবনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আমরা গর্বিত যে বিশ্ব ঐতিহ্যের সুন্দরবন রয়েছে আমাদের। সুন্দরবনকে বাংলাদেশের ফুসফুস বলা হয়। প্রাকৃতিক চরম দুর্যোগে সুন্দরবন বুক পেতে আমাদের আগলে রাখে। কিন্তু সুন্দরবন বিধ্বংসী কর্মকান্ডের জন্য বনের প্রাণ-প্রকৃতি হুমকিতে রয়েছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, বৃক্ষ-প্রাণী নিধন, সুন্দরবন বিধ্বংসী বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ করে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে। কারণ সুন্দরবন আমাদের সম্পদ। এই সম্পদ রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, বাপা সদস্য কবি আসমা খানম হ্যাপি, বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক আলী আহসান চৌধুরী পিন্টু , বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এর কেন্দ্রীয় সদস্য ইয়াসিন খা, নাট্যকর্মী, কলেজ শিক্ষক সুকান্ত গোপ, খোয়াই থিয়েটার এর মুক্তাদির হোসেন , জুবায়েদ হোসেন, কাজল রায়, রাজন দাশ, তাসীন বিলওয়াল হোসেন আরিয়ান , তাওহিদ হোসেন তালহা , নুজহাত নুয়েরী রুদাবা, নাজিফা নুয়েরী লুশান্তা প্রমুখ।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ ফেব্রুয়ারী ২০২২

হবিগঞ্জে শিল্প দূষণ থেকে নদ-নদী ও জলাশয় রক্ষার দাবিতে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ এনভারমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন) এর প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. নজরুল ইসলাম বলেছেন, হবিগঞ্জের গ্যাস সম্পদই এ জেলার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অল্প খরচে গ্যাস পাওয়ার আশায় কারখানাগুলো এখানে চলে আসছে এবং তারা তা এখনো পাচ্ছে। যারা পরিবেশ দূষিত করছে তাদের সংখ্যা বেশি নয়, সাধারণ মানুষেরই সংখ্যা বেশি। তাই সাধারণ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। পুরাতন খোয়াই নদীকে বাঁধ দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। সেটা একটা অবিমৃশ্যকারী সিদ্ধান্ত ছিল। এখন নদীটি দখল হয়ে যাচ্ছে। নদীতে বর্জ্য ফেলে দূষিত করে ফেলা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এখানেও এটা করা যায় কিনা দেখতে হবে। আর শিল্প দূষণ নিয়ে আপনার যে হৃদয় বিদারক বিবরণ দিলেন, তা থেকে পরিত্রান পেতে হলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। দূষণের বিরুদ্ধে জনগণকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। জনগণের আন্দোলনে জন প্রতিনিধিরা সম্পৃক্ত না হলে ধরে নিতে হবে তারা জনগণের পাশে নেই।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২) বেলা ১১টায় স্থানীয় টাউন হলে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা আয়োজিত "হবিগঞ্জে শিল্প দূষণ থেকে নদ-নদী ও জলাশয় রক্ষার দাবিতে" আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। বাপা কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাপা হবিগঞ্জের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ ইকরামুল ওয়াদুদ। শুরুতে বিষয়ের উপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন হবিগঞ্জ প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ্যাডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল, বাপা জেলা শাখার সহ-সভাপতি তাহমিনা বেগম গিনি, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মমিন, সাংবাদিক সোয়েব চৌধুরী, হাফিজুর রহমান নিয়ন, চৌধুরী মাসুদ আলী ফরহাদ, সাবেক জন প্রতিনিধি মোঃ হাবিবুর রহমান, নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি পীযুষ চক্রবর্তী প্রমুখ। শিল্প দূষণে ভুক্তভোগী এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন, মোঃ আলাউদ্দিন, মোঃ আব্দুল মতিন, বাহার হোসেন, এমএ ওয়াহেদ, মোঃ লুৎফুর রহমান, শামিম আহমেদ, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মোঃ সাদেকুর রহমান, আব্দুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ লোকমান হোসেন, মোঃ দুলাল মিয়া, জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

বাপা কেন্দ্রীয় সভাপতি সুলতানা কামাল বলেন, আইন দিয়ে শুধু পরিবেশ রক্ষা করা যাবে না। পরিবেশ রক্ষা করতে হলে এলাকার জনগণকে সচেতন হতে হবে। হয়তো ৫/৬ জন মানুষ পরিবেশ দূষণ করছেন, কিন্তু এর বিপরীতে যদি ৫০০ জন নিরব থাকেন তাহলে সমাজ শক্তি শূণ্য হয়ে পড়বে। তিনি আরো বলেন, আমরা কোন লাইসেন্স বা ঠিকাদারীর স্বপ্ন দেখছি না, আমরা কোন লাভ করার জন্য স্বপ্ন দেখছি না, আমরা স্বপ্নিল হবো, আমাদের নিজেদের জীবন, সম্মান, মর্যাদা এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সন্তান সন্ততির সুস্থ, সুন্দর জীবন নিশ্চিত করার জন্য। এটা যদি আমরা মনে রাখি নিশ্চয়ই আমরা খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়াবো এবং অবশ্যই একটা না একটা সময় আমরা সফল হবো। ভবিষ্যত বংশ ধরদের সুন্দর জীবন নিশ্চিত করার জন্য আমাদেরকে শিল্প দূষণ রোধে সকলকে একাত্ব হয়ে কাজ করতে হবে।

বাপা কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল বলেন, শিল্প কারখানার দূষণ ধীরে ধীরে সব কিছু ধ্বংস করছে। সকল রকম পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে দাঁড়াতে হবে। নিজেরা বাঁচতে চাইলে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে, পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে কাজ করতে হবে।

বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল ধারণা বক্তব্যে শিল্প দূষণের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা গড়ে উঠার চলমান প্রক্রিয়া বন্ধ না হলে ব্যাপক পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। কৃষি জমিতে শিল্পকারখানা স্থাপন বন্ধ ও স্থাপিত কারখানাগুলোর ছড়িয়ে পড়া বর্জ্য দূষণ প্রতিরোধে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের পরিবেশ, প্রতিবেশ চরম সংকটজনক অবস্থায় পতিত হবে।

চলনবিল অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলার স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরন এবং আন্দোলনের কৌশল নির্ধারন বিষয়ক অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভা

চলন বিল অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলার স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরন এবং আন্দোলনের কৌশল নির্ধারন বিষয়ক অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় জাতিসংঘ গবেষনা ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান, সহ সভাপতি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ নজরুল ইসলাম প্রধান অতিথির নীতি নির্ধারনী বক্তব্যে বলেন- আমরা পরিবর্তন চাই। এই পরিবর্তন যেন পরিবেশ সম্মত হয়, দীর্ঘ মেয়াদী হতে হবে। তাই চলন বিলের উন্নয়ন পরিবেশ সম্মত এবং দীর্ঘ মেয়াদী হয় সে দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। কিন্তু চলন বিলে তা হচ্ছেনা। চলন বিলের উন্নয়নের নামে বেপরোয়া দখল-দূষন কোন ভাবেই রোধ করা যাচ্ছেনা। নদী কমিশনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও চলন বিলের মানুষের প্রানের দাবী বড়ালের প্রবেশ মুখে স্লুইস গেট অপসারনের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এত আন্দোলনের ফসল আমলাতান্ত্রিক অসহযোগীতায় আদালতের রায়ও কার্যকর হচ্ছেনা। হাইকোর্ট ২০১৯ সালে হাইকোর্ট নদীর জীবনী সত্ত্বার যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন। নদীর এই জীবনী সত্ত্বার মালিক নদী কমিশন। নদী আমার মা, আমরা মা'কে হত্যা করছি। এই মা'কে রক্ষা করতে বৈশ্বিক, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলন ইস্যু ভিত্তিক চালিয়ে যেতে হবে। আন্দোলনে সাফল্য আসতে সময় লাগে। স্থানীয় পর্যায়ের অনেক আন্দোলন জাতীয় পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। স্থানীয় মানুষের সুনির্দিষ্ট ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন স্থানীয় ভাবেই করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও চলন বিল রক্ষা আন্দোলনের আয়োজনে চলন বিল অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলার স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরন এবং আন্দোলনের কৌশল নির্ধারন বিষয়ক দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় প্রধান আলোচক চলনবিল রক্ষা আন্দোলন এর সদস্য সচিব এস এম মিজানুর রহমান চলন বিলের প্রধান প্রধান সমস্যা তুলে ধরে বলেন- ডেল্টা প্ল্যান জনসম্মুখে উন্মুক্ত করা হোক। চলন বিলে পর্যটন কেন্দ্রের নামে কী করা হবে তা জনগনকে জানাতে হবে। চলন বিল রক্ষা আন্দোলনের ৩ বছরের কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে। চলনবিল এলাকায় দিনব্যাপী মানব বন্ধন করতে চাই। চলন বিল রক্ষার স্বপক্ষে চলন বিলের ৫ লক্ষ মানুষের গনস্বাক্ষর সংগ্রহ করবো। আন্দোলন ধারবাহিকভাবে চালাতে হবে, এর কোন বিকল্প নাই।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)র জাতীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক শরিফ জামিল বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন-চলন বিলের জীবন রক্ষায় বড়ালের অবদান আছে। বড়ালে পলি জমবেনা, বড়ালে পানি গড়াবে ,চারঘাটের স্লুইস গেট অপসারন করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আন্দোলন কার্যকর করতে হলে শক্তি অর্জন করতে হবে। আন্দোলন করতে ইউনিটি করা দরকার। আন্দোলনকে অবশ্যই সাংগঠনিকভাবে আগাতে হবে। স্থানীয় ভাবে আন্দোলনের শক্তি অর্জনের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের জ্ঞান ভিত্তিক মোটিভেশন করতে হবে। জনগনের কাছে যেতে হবে। জনগনের কাছে যেতে হলে জনগনের ইস্যু চিহ্নিত করতে হবে।

গুরুদাসপুর (নাটোর). বড়াল নদীর অবমুক্তি ও চলনবিল সুরক্ষায় বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি।

জাতীয় নদি রক্ষা কমিশনের ওয়াটার এক্সপার্ট পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)র সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী সাজেদুর রহমান বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন-চলন বিলের তথ্য প্রবাহ তৈরি করতে হবে। চলন বিলের স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে। চলন বিলের খাল,বিল, নদি-জলাশয় সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ডাটাবেজ তৈরী করা হলে আন্দোলনের ইস্যু গ্রহনে সহজ হবে। আন্দোলন বেগবান হলে নদি কমিশনও কাজ করবে। নদি দখলদার, দুষনদারদের নাম ঠিকানাসহ ডাটা তৈরী করলে বাস্তবায়ন সহজ হবে। জাতীয় নদি কমিশনে দক্ষ লোক নিয়োগ দিতে হবে এবং জেলা পর্যায়ে বিভাজন করতে হবে।

চলন বিল অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলার স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরন এবং আন্দোলনের কৌশল নির্ধারন বিষয়ক অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় এস এম মজিবুর রহমান মজনুর সঞ্চালনায় মুক্ত আলোচনায় চারঘাট উপজেলার সাইফুল ইসলাম বাদশা বলেন, বড়ালের উৎস মুখ ড্রেজিং করে নাব্যতা বাড়াতে হবে। বড়ালের উৎস মুখ থেকে পদ্মার পানি ৩/৪ মিটার নীচে থাকায় বড়ালে পানি ঢুকতে সময় লাগে। চারঘাটের স্লুইস গেট অপসারন কওে প্রসস্ত ব্রীজ নির্মাণ করা হোক।

বগুড়া অঞ্চলের করতোয়া নদী ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা ও এর সমাধান বিষয়ে মত বিনিময় ও সাংগঠনিক সভা

বগুড়া অঞ্চলের করতোয়া নদী ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা ও এর সমাধান বিষয়ে মতবিনিময় ও সাংগঠনিক সভা ২১ ফেব্রুয়ারী,২০২২ বিআইআইটি মিলনায়তন, বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সহ-সভাপতি ও বেনের প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বগুড়া আঞ্চলিক শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্য ও পরিবেশবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদ

২১ ফেব্রুয়ারি বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক, মিহির বিশ্বাসের নেতৃত্বে বাপা'র পক্ষ থেকে কেন্দ্রিয় শহিদ মিনারে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

২১ ফেব্রুয়ারিতে বাপা হবিগঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হবিগঞ্জ শাখার সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল।

তিস্তা পাড়ে প্রতিনিধি সভা

২০২২ ইং সালের ২২ ফেব্রুয়ারী বাপা ও তিস্তা নদী রক্ষা কমিটির উদ্যোগে তিস্তা পাড়ে প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সহ-সভাপতি ও বেনের প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল। অতিথিগন তিস্তা পাড়ে এসে তিস্তা নদী পরিদর্শন করেন ও সেখানকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাথে কথা বলেন।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ ফেব্রুয়ারী ২০২২

পাবনায় ইছামতি নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও খননের দাবিতে মানব বন্ধন ও সমাবেশ

এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী পাবনার ইছামতি নদী এখন দখল- দূষনে মৃতপ্রায়। পাবনার ঐতিহ্য এ নদীটিকে বাঁচাতে দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছে পাবনার মানুষ। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) পাবনা জেলা শাখার কর্মীরা প্রায় দুই দশক ধরে নদীটিকে দখলমুক্ত ও খনন করে বহমান নদীতে পরিণত করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত টমসন ব্রীজ পাড়ে (বিলুপ্ত) এক মানববন্ধন ও সমাবেশের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) পাবনা জেলা শাখার সভাপতি এ্যাডভোকেট . তোসলিম হাসান সুমনের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পাবনা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ - সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাহাতাব উদ্দিন বিশ্বাস, ইমাম গাযযালী গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সুরাইয়া সুলতানা, টেবুনিয়া সামছুল হুদা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম বাবু, নাজিরগঞ্জ স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রভাষক এস এম মাহবুব আলম, বি এ ডিসির সাবেক কর্মকর্তা শফি উদ্দিন, আদর্শ গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমানুল্লাহ খান, জেলা কৃষকলীগের সহ সভাপতি মো: হাবিবুর রহমান, শহিদ সাধন কলেজের অধ্যক্ষ মনিরা পারভিন,সামছুল হুদা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক সুলতানা গুলে জান্নাত কনা, টেবুনিয়া হাজেরা খাতুন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক বুরহানুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিভিন্ন সময় বার বার পরিমাপ করার পরও দখলদাররা সীমানা ভেদ করে নদীর জায়গা দখলে নিয়ে নেয়। সে জন্য পরিমাপ করার সাথে সাথে সীমানা পিলার পুঁতে দিয়ে ইছামতি নদীর জায়গা সংরক্ষন করতে হবে। তারা বলেন, ইছামতি নদী দখলমুক্ত ও খনন করে বহমান করলে মনোমুগ্ধকর ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিনোদনহীন পাবনায় বিনোদনের অন্যতম জায়গা হবে নদীর দুই পাড়। আর যারা নদী পাড়ের বসতি তারা হবে পাবনার সবচেয়ে ভিআইপি এলাকার বাসিন্দা। বাপা পাবনা জেলা শাখার সেক্রেটারি সাংবাদিক আব্দুল হামিদ খান বলেন, ইছামতি নদী এক সময় ছিল পাবনার জন্য আশির্বাদ, বর্তমানে তা দখল - দূষনে মৃত প্রায়। অবিরত পরিবেশ বিপর্যয় করে চলেছে। নদীটিকে দখলমুক্ত ও খনন করলে সারাবছর পানিতে টলমল করবে, আবার নৌকা ভাসবে ইছামতিতে, অসাধারণ এক মনোমুগ্ধকর-নৈসর্গিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে পাবনায়। যোগাযোগ ব্যবস্থাও নানাদিক দিয়ে পাবনা একটি সমৃদ্ধ জেলায় পরিণত হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বাপা পাবনা শাখার সভাপতি এ্যাডভোকেট . তোসলিম হাসান সুমন বলেন দুর্নীতিমুক্ত ভাবে ও পরিকল্পনা মাফিক খনন করা হলে পাবনার ইছামতি নদী হবে ইংল্যান্ডের টেমস নদীর সাদৃশ্য।

৯/১২, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
+৮৮০২-৫৮১৫২০৪১
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd